আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে এখনও পিছিয়ে রয়েছি, যার মূল কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই বৈষম্য সৃষ্টির মূল হাতিয়ার হচ্ছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের বাস্তবতা বাংলাদেশের মত উন্নয়নকামী দেশের ক্ষেত্রে অন্যরকম। আমরা নিছক প্রযুক্তির সাধারণ ব্যবহারকারী হিসেবেই রয়েছি। সেই ব্যবহারও যান্ত্রিকভাবে প্রযুক্তি ধারণাকে আমদানী করে, দেশীয় বাস্তবতার সাথে অনেক সময় তার সামঞ্জস্য থাকে না। লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার মূলধারায় আসতে পারেনি। লাগসই প্রযুক্তি হচ্ছে ঐ ধরনের প্রযুক্তি, যা কোন জনগোষ্ঠীর পরিবেশগত নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ বিচেনায় এনে, তার বিশেষ কোন সমস্যার সমাধান করবে। লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের দারিদ্র্য দশা থেকে মুক্তি দিতে পারে। সাধারণ দরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রায় অস্পৃশ্য। আবার দরিদ্র সাধারণ মানুষের প্রযুক্তি জ্ঞান মেধাস্বত্ব সুরক্ষার নামে চুরি হয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহার এখন সভ্যতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী ভোগবাদী পুঁজিবাদ, যার প্রত্যক্ষ শিকার দরিদ্র মানুষ। প্রযুক্তির রাজনৈতিক অর্থনীতি বলে রাষ্ট্রের চরিত্র কল্যাণমূলক না হলে প্রযুক্তিতে দরিদ্রের প্রবেশাধিকার কখনই নিশ্চিত হবে না।

প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে যেমন ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আছে, আবার ব্যবধান রয়েছে নারী-পুরুষে। প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব শুধু দরিদ্রদেশে নয়, ধনীদেশেও প্রকট। তাই নারীবাদী আন্দোলনে প্রযুক্তি বৈষম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রযুক্তি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে আলোচনা বেশ পুরোনো হলেও, এখনও মূলধারার উন্নয়ন ধারায় ও বিতর্কে তা স্থান করে নিতে পারেনি। বাংলাদেশে এই আলোচনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। 'নারীর জন্য প্রযুক্তি' শীর্ষক হ্যান্ডবুক উন্নয়ন ধারায় প্রযুক্তি ও নারীকে সম্পৃক্ত করার আলোচনাকে উস্কে দেয়ার একটি প্রয়াস মাত্র।

মানবসভ্যতায় নারীর একটি অনন্য অবস্থান রয়েছে। সভ্যতার ধারাবাহিকতা নারীর মাতৃত্ব ভূমিকার কাছে ঋণী। নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকা ঘরে এবং বাইরে, অথচ পুরুষের ভূমিকা শুধু বাইরে সীমাবদ্ধ। নারীর সামাজিক ভূমিকা যুগে যুগে দেশে দেশে সমাজ প্রগতির লক্ষ্য অর্জনে নিয়ামক হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এই তিন ভূমিকায় প্রযুক্তি ও জ্ঞানের ব্যবহার (লক্ষ্য করুন উদ্ভাবন নয়) এই হ্যান্ডবুকের প্রতিপাদ্য। প্রযুক্তি উদ্ভাবকের ভূমিকায় নারীকে নিয়ে আসতে না পারলে সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্যের স্থায়ী অবসান ঘটবে না। সেই লক্ষ্য অর্জনে আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

হ্যান্ডবুকটির মূল ব্যবহারকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মাঠপর্যায়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মী, যারা হ্যান্ডবুকে বর্ণিত প্রযুক্তি ও জ্ঞান ব্যবহারে গ্রামীণ দরিদ্র নারীকে উদ্বুদ্ধ ও প্রশিক্ষিত করে তুলবে। হ্যান্ডবুকে বর্ণিত প্রযুক্তি ও জ্ঞান নতুন কোন আবিষ্কার নয়, বরং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত পদ্ধতি, ব্যাপক সম্ভাবনা সত্ত্বেও যেগুলির দেশব্যাপী ব্যবহার এখনও নিশ্চিত হয়নি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অনেক সমালোচনা থাকলেও একটি বিষয় অত্যন্ত প্রশংসনীয়, নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ক্ষমতায়নকে এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মাঠপর্যায়ে হ্যান্ডবুকটির ব্যবহার এই লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

হ্যান্ডবুকটি ব্যবহারকারীদের কাছে সহজলভ্য করার জন্য এটি ই-বুক হিসেবে প্রকাশ করা হল। আমাদের প্রত্যাশা এই হ্যান্ডবুক আরো আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নারীর জন্য প্রযুক্তির ধারণা উন্নয়ন বিতর্কের মূলধারায় আসবে।

মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য হ্যান্ডবুক ■ নারীর জন্য প্রযুক্তি

D.Net Development Research Network

D.Net

Development Research Network

মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য হ্যান্ডবুক

নারীর জন্য প্রযুক্তি

অনন্য রায়হান
আফরিনা তানজিন
মাহমুদ হাসান